কবিতায় নির্মাণ করি আমি আমারই ক্লোন

কোন গাছ আমার জন্য বোধিবৃক্ষ হতে রাজি হয়নি। গাছদের কানে কানে অনেক কথা বলেছি। আর ম
ান্যবর বুদ্ধদেব নির্বাণলাভেরজন্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন। বড় কঠিন পথ। অত চড়াই-উতরাই
ভেঙ্গে নির্বাণপ্রদেশে পৌঁছাতে পারব না। অথচ নির্বাণ আমাকে অর্জন করতেই হবে।
বুদ্ধদেবের ক্লাসিক্যাল যন্ত্রণাত্রয়ীসহ কম সে কম আরো তেত্রিশ রকমের যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত। সমস্ত
যন্ত্রণাকে সহনীয় করে নিতে না পারলে সুস্থ
মস্তিষ্কে বাঁচব কি করে? এবং কবিতা ছাড়া কে পারবে যন্ত্রণাসমগ্রকে সহনীয় করে তুলতে?
দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো স্বপ্ন, কল্পনা, আনন্দ, বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা, হতাশা, ব্যর্থতা, উত্তরণের দৃঢ় প্রচেষ্টা
) সব কথা বলি কবিতাকে । কবিতা ছাড়া আর কেউ শোনার নেই। সকলেরই তাড়া আছে।
সজনে গাছটার কাছে যাই, দাঁড়াই শুঁয়োপোকাদের সামনে; বলি, তোমরা প্রজাপতি হও, নানা রঙের ডান
ার ঝাপটানিতে বাতাসে ওড়াও কবিতা।
আমি কবিতা পড়ব) শুঁয়োপোকা জন্ম বিদীর্ণ করে প্রজাপতি জীবনে উত্তরণের কবিতা।
কবিতার অক্ষর জানে সান্ত্বনার সব পরিভাষা । এই যে এত রক্তক্ষরণ শরীরের গভীর প্রদেশে, এই যে
এত তাপ প্রবাহ পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাসে কবিতার শুশ্রূষায় সব অতিক্রম করে যাই। মগ্ন হই স্ব
ব্বপ্ননিবিড় সবুজের চাষে।
কবিতায় নির্মাণ করি আমি আমারই ক্লোন আমি নিজে, মস্তিষ্কের জ্যান্ত কোষ দিয়ে। আমার উদাসীনতা ম
গ্নতা তিতিক্ষা বিবমিষা উত্তরণ স্খলন মহানুভবতা মর্ষকামিতা আত্মসংযম অন্ধকার) কবিতা সব জানে।

গৌরাঙ্গ মিত্র

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com